নবী ও সাহাবা-যুগে

হাদিস সংকলনের ইতিহাস

মুফতি মুহাম্মাদ রফী উসমানী

ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রাচ্যবিদ (Orientalist) ও হাদিস অস্বীকারকারীদের উত্থাপিত একটি উল্লেখযোগ্য আপত্তির মজবুত জবাব। তাদের আপত্তির মূলকথা হলো—আরবের লোকজন লিখতে পড়তে জানত না এবং নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদিস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। এ-কারণে তাঁর মৃত্যুর পরও প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত হাদিসগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তৃতীয় শতাব্দীতে এসে কোথাও কোথাও সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এই হাদিসগুলো ঠিকঠাক সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য থাকেনি। তাই এখন আর এগুলোকে শরীয়াতের 'হুজ্জাত' (তথা 'প্রামাণ্য দলিল') হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই।

এ গ্রন্থটিতে বিতর্ক ও খণ্ডনমূলক জবাবদিহিতার পরিবর্তে ইতিবাচক পদ্ধতিতে হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের ঐতিহাসিক তথ্যগুলো একত্রিত করা হয়েছে। গ্রন্থটির শুরুর পৃষ্ঠাগুলোতে পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে হাদিসের পরিচিতি এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসের মর্যাদা স্পষ্ট করা হয়েছে। অতঃপর নবী-যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেসব শক্তিশালী উপায়ে হাদিস-সংরক্ষণ হয়েছে এবং এর জন্য উম্মাহ যে-অসামান্য অবদান রেখেছে, সেই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সারনির্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর প্রথমে আরবি হরফের উৎপত্তি কবে এবং কীভাবে হয়েছে, তা জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে; এবং ইসলাম-পূর্ব আরবে লেখাপড়ার প্রচলন কেমন ছিল, পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গুরুত্ব ও দ্রুততার সাথে লেখালিখির চর্চাকে বৃদ্ধি করেছিলেন, এর প্রচার ও প্রসারের জন্য যে-কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন—তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তারপর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে সাহাবায়ে কেরামকে হাদিস লিখতে উৎসাহিত করতেন, তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে—বরং বলা ভালো তাঁর নির্দেশেই যে কত বড়ো পরিসরে নবী-যুগে হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং হাদিসের বিশাল ভান্ডার তিনি নিজ উদ্যোগে লিখিয়ে সংরক্ষণ করেছেন এর বিবরণ রয়েছে। এ-প্রসঙ্গে নবী-যুগের

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সংকলনের বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এরপর হাদিস লেখার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সেই আলোচিত হাদিসের পটভূমি ও প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়াও সাহাবিদের যুগে লিখিত রূপে হাদিস সংকলনের যে-খিদমাতগুলো সম্পাদিত হয়েছে, তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে চব্বিশজন সাহাবির সংকলন ও লিখিত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ পেশ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে তাবিয়ি প্রজন্মের দ্বারা হাদিস সংকলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদিস-গ্রন্থসমূহের পরিচিতি পেশ করা হয়েছে। এ-সমস্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্রসহ তাহকিকের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসকল রেফারেন্স কেবল সেইসব কিতাব থেকেই দিয়েছি, যা থেকে অধম সরাসরি উপকৃত হয়েছি।

এ সমগ্র গবেষণার সারকথা ও ফলাফল এই যে, যদিও হাদিস সংরক্ষণের বিষয়টি কখনওই শুধুমাত্র লিখিতরূপের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, তা সত্ত্বেও মদিনায় হিজরতের পর থেকে আজ পর্যন্ত হাদিসের ইতিহাসে এমন কোনো সময় অতিবাহিত হয়নি—যে-সময়ে অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে, সর্বোচ্চ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

এ গ্রন্থের জাহিলিয়্যাত ও নবী-যুগে লেখালিখির চর্চার সাথে সম্পৃক্ত অধ্যায়টি অধম আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ বছর আগে মাসিক পত্রিকা *আল-বালাগ* (করাচি)-এর জন্য লিখেছিলাম। যা ১৩৭৮ হিজরির মুহাররম থেকে শাবান পর্যন্ত ছয়টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, সে-সময়ই ইলমি মহলে এটি ব্যাপক সাড়া ফেলে।

দীর্ঘকাল পরে আবার সম্পাদনা করার সময় আরও অনেকগুলো নতুন বিষয় যুক্ত হয়ে এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। যা মূলত হাদিস লিপিবদ্ধকরণের দুইশত বছরের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ। আল্লাহ তাআলা অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং হাদিস সংরক্ষণের বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য এটিকে অন্তর প্রশান্তির মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমিন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ

~মুহাম্মাদ রফী উসমানী

দারুল উলুম করাচি,পাকিস্তান।
১ শাওয়াল ১৪০০ হিজরি।

সূচিপত্র

হাদিস শাস্ত্রের সংরক্ষণ-প্রক্রিয়া **১৫**

কুরআন বোঝার জন্য শিক্ষক প্রয়োজন ১৫

কুরআনের শিক্ষক কে? ১৬

কুরআনের বয়ানে নবীজির শিক্ষা অনুসরণের আবশ্যকতা ১৭

কুরআনের সংক্ষিপ্ত-শৈলী ও নবীজির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ১৮

হাদিস ব্যতীত কুরআনের ওপর আমলের বাস্তবতা **২১**

হাদিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ২১

প্রাচ্যবিদ ও হাদিস অস্বীকারকারী ২২

হাদিস সংকলিত না হওয়া বিষয়ক আপত্তি ও পর্যালোচনা ২৩

হাদিস সংরক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন ২৫

হাদিস সংরক্ষণ ও বর্ণনার গুরুত্ব **২৭**

হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা ২৮

হাদিস সংরক্ষণে তাবিয়িদের অবদান ২৯

হাদিস বর্ণনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা ৩০

সনদের গুরুত্ব ৩১

আসমাউর রিজাল শাস্ত্র ৩২

জারহ ও তাদিল শাস্ত্র ৩৩

নিরপেক্ষতার নমুনা ৩৪

ইউরোপীয় লেখকদের স্বীকৃতি ৩৫

হাদিস সংরক্ষরণের তিনটি পদ্ধতি ৩৬

আরব সংস্কৃতিতে লেখালিখির চর্চা **৪২**

আরবি বর্ণমালার উৎপত্তি..... ৪২
জাহিলী যুগে লেখালিখির চর্চা ৪৫
মক্কার লেখকবৃন্দ ৪৯
মদিনার লেখকবৃন্দ ৫০
নবী-যুগে লেখালিখি চর্চা **৫২**
লেখালিখির বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৫২
হিজরতের সময়েও লেখার আয়োজন..... ৫৫
ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান..... ৫৫
আদমশুমারির প্রথম সংকলন ৫৬
মুজাহিদদের তালিকা ৫৭
নববী দরবারের লেখকবৃন্দ ৫৭
বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র..... ৫৮
সরকারি সিল..... ৫৯
আঙুলের নখের চিহ্ন ৬০
লেখা শেখানোর আয়োজন..... ৬১
নারীদের লেখালিখির চর্চা..... ৬২
কুরআন সংকলন..... ৬৪
আরবি থেকে অন্য ভাষায় লিখিত অনুবাদ..... ৬৪
নবী-যুগে সূরা ফাতিহার অনুবাদ ৬৫
নবী-যুগে হাদিস সংকলন..... **৬৬**
হাদিস সংকলনের বিধান ৬৬
এ-আদেশের ফলাফল..... ৬৯
হাদিসের লিখিত সংকলন ৬৯
আস-সহিফাতুস সদিকাহ..... ৭০
সহিফাতু আলী রদিয়াল্লাহু আনহু..... ৭৭
আনাস রদিয়াল্লাহু আনহুর পাণ্ডুলিপি..... ৭৮
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে লিখিত হাদিসসমূহ ৮০

কিতাবুস সদাকাহ..... ৮০
আরও কিছু সহিফা (ছোটো গ্রন্থ)..... ৮২
সহিফাতু আমর ইবনি হাযম রদিয়াল্লাহু আনহু..... ৮৩
আমর ইবনু হাযমের গুরুত্বপূর্ণ সংকলন ৮৪
নওমুসলিম প্রতিনিধিদলের কাছে চিঠি..... ৮৫
তাবলিগি চিঠি ৮৭
শ্রুতিলিখন পদ্ধতি..... ৯১
রাজনৈতিক ও সরকারি নথিপত্র..... ৯৪
হাদিসে নববীর সংরক্ষণ..... ১০২
হাদিস লেখা নিষিদ্ধতার বাস্তবতা..... ১০৬

সাহাবা-যুগে হাদিস সংকলন **১১৩**

সাহাবা-যুগে হাদিস লিপিবদ্ধকারী সাহাবিগণ..... ১১৩
১. আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১১৩
২. উমার ফারুক রদিয়াল্লাহু আনহু ১১৬
৩. আলী ইবনু আবি তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১২০
৪. আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১২৩
৫. ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১২৭
৬. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৩২
৭. সামুরা ইবনু জুনদুব রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৩৬
৮. সা'দ ইবনু উবাদা রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৩৭
৯. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৩৭
১০. আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৩৮
১১. আয়িশা সিদ্দিকা রদিয়াল্লাহু আনহা..... ১৪০
১২. আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু ১৪৪
১৩. মুগিরা ইবনু শু'বা রদিয়াল্লাহু আনহু ১৪৮
১৪. যায়িদ বিন সাবিত রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫০
১৫. মুয়াবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫১
১৬. বারা ইবনু আযিব রদিয়াল্লাহু আনহু..... ১৫২

১৭. আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৩
১৮. আবু বাকরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৪
১৯. জাবির ইবনু সামুরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৪
২০. উবাই বিন কা'ব রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৫
২১. নুমান বিন বাশির রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৬
২২. ফাতিমা বিনতু কায়িস রদিয়াল্লাহু আনহা ১৫৬
২৩. সুবাইআ আল-আসলামিয়্যাহ রদিয়াল্লাহু আনহা ১৫৬
২৪. হাসান ইবনু আলী রদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৭

সাহাবা-যুগে লেখালিখিতে তাবিয়িদের অবদান **১৫৮**

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদিস সংকলন **১৬০**

দ্বিতীয় শতাব্দীর কয়েকটি সংকলন ১৬০
উপসংহার ১৬৪

লেখক পরিচিতি **১৬৭**

হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা

এ তাগিদ ও উৎসাহের ফলেই সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদিস সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারকে তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করেন। নবী-জীবনের শেষ বছর, বিদায় হজের সময় সাহাবিদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক এক লাখের কাছাকাছি। তাদের মধ্যে প্রায় এগারো হাজার সাহাবায়ে কেরাম এমন ছিলেন—যারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মসমূহ (তথা হাদিস) মুখস্থ করে তা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর ফরজে কিফায়া দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ, হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১৮]

তাদের মধ্যে ওইসকল সাহাবিও ছিলেন, যারা মাত্র একটি বা দু-চারটি হাদিস বর্ণনা করেছেন; আবার সেসব সাহাবিও ছিলেন যারা হাজারেরও বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন—আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে উম্মাতের কাছে যেসব হাদিস পৌঁছেছে, তার সংখ্যা পাঁচ হাজার তিনশত চুয়াত্তর। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তার চেয়েও বেশি হাদিস সংরক্ষিত ছিল। মূলত সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এ বরকতময় কাজে অংশ নেন। শুধু উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দিকা রদিয়াল্লাহু আনহা একাই দুই হাজার দুইশত দশটি হাদিস উম্মাতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই এগারো হাজার সাহাবিদের জীবনবৃত্তান্ত 'আসমাউর রিজাল'[১৯]-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত আছে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে সাহাবিগণও সদ্যবিজিত দেশগুলোতে চলে যান। অনেকে সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। এভাবেই তারা ছড়িয়ে পড়েন সমগ্র ইসলামী বিশ্বে। তারা যেখানেই যেতেন, রাতদিন তাদের প্রধান ব্যস্ততা থাকত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব নির্দেশনা তারা দেখেছেন ও শিখেছেন, সেগুলো নিজেদের সন্তান, প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব এবং যাদের সাথে সাক্ষাৎ হতো—তাদেরকে জানানো ও শেখানো। অসংখ্য সাহাবি বিভিন্ন স্থানে দারসের হালাকাহ (বা পাঠশালা) স্থাপন করেছিলেন; যেখানে তারা আমজনতা ও জ্ঞানপিপাসু মানুষদেরকে হাদিস শিক্ষা দিতেন।[২০]

---

[১৮] খুতুবাতে মাদরাজ, পৃষ্ঠা : ৫০।

[১৯] ইলমু আসমাইর রিজাল বা আসমাউর রিজাল—বাংলায়, 'রিজালশাস্ত্র'। এটি উলুমুল হাদিসের একটি শাখাশাস্ত্র। এ শাস্ত্রের কাজ হলো, হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী সংরক্ষণ করা। —সম্পাদক

[২০] এসকল কাজের কিছু বিবরণ ও উদাহরণ নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স-সহ 'হাদিস-লিপিবদ্ধকরণ' শিরোনামের অধীনে আসবে।

ইউরোপিয়ানরা পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়েছিল—'পৃথিবীতে অতীত কিংবা বর্তমানে এমন কোনো জাতি নেই, যারা মুসলিমদের 'আসমাউর রিজাল'-এর মতো এমন সুবিশাল শাস্ত্র উদ্ভাবন করতে পেরেছে। এ-শাস্ত্রের সুবাদেই আজ পাঁচ লাখ মনীষীর জীবনী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব তথ্য-উপাত্ত ও বৃত্তান্ত খুব সহজেই জানা সম্ভব।'[২৯]

জার্হ ও তাদিল শাস্ত্র

ব্যক্তির বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি হচ্ছে এ-শাস্ত্র। মূলত রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন কি না—সে ব্যাপারে কীসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে? রাবীর সেই গুণাবলিই বা কী, যার ভিত্তিতে তার রিওয়ায়াতকে নির্ভরযোগ্য অথবা অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করা হবে? এমন মতামত দেওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে? স্বয়ং মতামত প্রদানকারীর মাঝেই বা কোন কোন গুণাবলি ও পূর্ণতা থাকা আবশ্যক? নাকিদুল হাদিস তথা হাদিস শাস্ত্রের অনুসন্ধানী গবেষকগণ যদি কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতভেদ করেন—অর্থাৎ, সেই রাবী তাদের একদলের মতে নির্ভরযোগ্য এবং অন্য দলের মতে অনির্ভরযোগ্য হন, তাহলে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে?

'জার্হ ও তাদিল শাস্ত্রে' অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যালোচনা, গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশদ বিবরণের ভিত্তিতে প্রদত্ত সযত্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়াবলি সমাধান করা হয়েছে।

এ-শাস্ত্রের প্রয়োজনে মুসলিম মনীষীগণ দীর্ঘ কলেবরের বহু কিতাব সংকলন করেছেন। সম্ভবত এটিও এ-উম্মাতের একটি কৃতিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে, বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই করার জন্য অনুসন্ধানী গবেষণাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে রূপ দেওয়া হয়েছে; এবং উসূল ও নীতিমালা অনুসারে সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে বিশদ বিবরণ সংকলন করা হয়েছে।

মুহাদ্দিসগণ এ-অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় এমন নিরপেক্ষভাবে আমানাত ও

ঈসায়ী, মৃত্যু : ১৮৯১ ঈসায়ী। বিখ্যাত এ জার্মান গবেষকের অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দর্শন ও ইতিহাস। তবে ইতিহাসের বিশেষ শাখা 'শিল্প-ইতিহাস' (Art History)-এর ওপর গবেষণা ও লেখালিখির জন্যই তিনি বিখ্যাত।—সহ-সম্পাদক

[২৯] খুতুবাতে মাদরাজ, পৃষ্ঠা : ৫০।

সততার সাথে কাজ করেছেন যে, কারও যশখ্যাতি, পদমর্যাদা, ধনসম্পদ—কোনোকিছুরই পরোয়া করেননি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্কও তাদেরকে কোনো রাবীর দুর্বলতা প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তারা প্রত্যেক রাবীকে এতটুকু মর্যাদাই প্রদান করেছেন, যা ইলমে হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রাপ্য। যার ব্যাপারে যে-কথা অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তা অকপটে নিজেদের কিতাবে লিখে গিয়েছেন এবং শিষ্যদের বলে গিয়েছেন।

নিরপেক্ষতার নমুনা

'জার্‌হ ও তাদিল' শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী[৩০] রহিমাহুল্লাহকে কিছু লোক তার পিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন—'তিনি রাবী হিসেবে হাদিস বর্ণনার কোন স্তরে আছেন'? জবাবে তিনি বলেন, 'এ-বিষয়টি আপনারা অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করুন'। সেই লোকেরা বারবার অনুরোধ করতে থাকে, আমরা আপনার মতামত জানতে চাই। আলী ইবনুল মাদিনী কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করলেন; তারপর বললেন, 'هُوَ الدِيْنَ، إِنَّهُ ضَعِيفٌ'—'এটা দ্বীনের বিষয়, (তাই বলছি) তিনি (রাবী হিসেবে) দুর্বল।'[৩১]

ওয়াকি ইবনুল জাররাহ[৩২] রহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। পিতার হাদিস

---

[৩০] পুরো নাম 'আলী ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি জাফর আস-সাদী আল-মাদিনী'। সংক্ষেপে 'ইবনুল মাদিনী' নামেই তিনি পরিচিত। ১৬১ হিজরিতে বসরায় তার জন্ম। তিনি শুধু জার্‌হ ও তাদিল শাস্ত্রেরই একজন বিখ্যাত ইমাম নন। হাদিসশাস্ত্রেরও একজন খ্যাতিমান ইমাম তিনি। ইমাম বুখারীর মতো হাদিসশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ ছিলেন তার ছাত্র। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার এ-উস্তায সম্পর্কে বলেন, "আলী ইবনুল মাদিনী রহিমাহুল্লাহর সামনে আমি নিজেকে যতটা নগণ্য মনে করতাম, অন্য কারও সামনে তেমনটা করতাম না"।[ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৪৬]

ইবনুল মাদিনী রহিমাহুল্লাহর উস্তাযদের মাঝে একজন হলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কত্তান। ইবনুল মাদিনীর ব্যাপারে তিনি বলেন, "আলী ইবনুল মাদিনী আমাদের ইলম থেকে যতটুকু উপকৃত হয়, আমরা তার ইলম থেকে এর চেয়েও অনেক বেশি উপকৃত হই"।[ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৪৫]

বিখ্যাত এ ইমাম ২৩৪ হিজরিতে ইরাকের সামাররা শহরে ইন্তিকাল করেন।—সহ-সম্পাদক

[৩১] জামালুদ্দিন মিযযী, তাহযিবুল কামাল : ১৪/৩৮৩। –সম্পাদক

[৩২] ওয়াকি ইবনুল জাররাহ ইবনি মালিহ আর-রুসাসী আল-কিলাবী আল-কুফী। জন্ম : ১২৮ হিজরি, মৃত্যু : ১৯৭ হিজরি। তিনি ছিলেন তৎকালীন অন্যতম ইলমি শহর কুফার হাদিস ও ফিকহের বিখ্যাত ইমাম। ফিকহি অধ্যায়ের বিন্যাসে সংকলিত তার একটি *মুসান্নাফ* হাদিসগ্রন্থও রয়েছে।

আরব সংস্কৃতিতে লেখালিখির চর্চা

যারা দাবি করেন, ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীতে লিখিতরূপে হাদিস সংকলনের চর্চা শুরু হয়নি, তারা এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন—তখন আরবের মানুষ লেখালিখির সাথে পরিচিত ছিল না। এ-কারণেই মূলত সেকালের আরবরা উম্মি (অর্থাৎ, নিরক্ষর বা অশিক্ষিত) হিসেবে সুবিদিত।

এজন্য, সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা প্রথমে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব—আরবি ভাষায় লেখালিখির সূচনা কখন, কীভাবে হয়েছিল? ইসলামপূর্ব আরব সংস্কৃতিতে লেখালিখি চর্চার প্রচলন কতটুকু ছিল? এ-বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? এবং নবী-যুগে এই শাস্ত্র কতটুকু উন্নত হয়েছিল? এরপর হাদিস লিপিবদ্ধকরণের সেই মহান কৃতিত্বের পর্যালোচনা করব, যা নবী ও সাহাবা-যুগে ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়েছিল।

আরবি বর্ণমালার উৎপত্তি

এ-বিষয়ে আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু যর ও ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমার বরাতে ইবনু আবদি রব্বিহ আল-আন্দালুসী[৪৭] লেখেন—আদম আলাইহিস সালামের পর ইদরীস আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আরবি লেখালিখির চর্চা শুরু করেন। আর আরবি সাহিত্যের জনক ছিলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।[৪৮]

---

[৪৭] মূল নাম, আবু উমার আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ। জন্ম ২৪৬ হিজরিতে আন্দালুস (তথা বর্তমান যুগের স্পেন)-এর ইসলামী পরিবেশে। পূর্বপুরুষ আবদি রব্বিহ ও জন্মস্থান আন্দালুসের নামানুসারে তিনি 'ইবনু আবদি রব্বিহ আল-আন্দালুসী' নামেই অধিক পরিচিত। আধুনিক যুগের পরিভাষায় তিনি ছিলেন একজন পলিম্যাথ। ইলমে দ্বীনের প্রায় সকল শাখায়ই ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। *আল-ইকদুল ফারীদ* তার একটি কালজয়ী রচনা। মহান এ মনীষী ৩২৭ হিজরিতে আন্দালুসের মাটিতেই ইন্তিকাল করেন।—সহ-সম্পাদক

[৪৮] ইবনু আবদি রব্বিহ আল-আন্দালুসী, আল-ইকদুল ফারীদ : ৩/৩।

নবী-যুগে হাদিস সংকলন

শরীয়াতের পরিভাষায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কাজ ও অবস্থাকে 'হাদিস' বলে।[১২৪] হাদিসের সাথে সাহাবিদের যে কেবল অগাধ আবেগের সম্পর্ক ছিল—তা-ই নয়; বরং তারা হাদিসকে কুরআনের তাফসির ও ইসলামের অপরিহার্য ভিত্তি বলেই মানতেন।

প্রতিটি বিষয়েই লেখাপড়ার চর্চা যেভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার কিছু বিবরণ ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এ-থেকে অনুমান করা যায়, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস লিপিবদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি—এমনটা হতে পারে না। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল হাদিস লিপিবদ্ধ করার অনুমতিই দেননি; বরং তিনি সাহাবিদেরকে তা লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহ দিতেন এবং অসংখ্য সাহাবি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন।

নিজের তত্ত্বাবধানেও নবীজি সাহাবিদের দিয়ে লিখিয়েছেন—এমন দশ-বিশটি নয়, বরং শত শত হাদিস পাওয়া যায়। কখনও কখনও সরাসরি নবীজি লেখাতেন; অথবা কোনো সাহাবি লিখিত হাদিস পাঠ করতেন, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে সত্যায়ন করতেন। সামনের উদাহরণসমূহ থেকে এর কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

হাদিস সংকলনের বিধান

১. আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একজন আনসারী সাহাবি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার থেকে হাদিস শুনে থাকি। আমার খুবই

[১২৪] মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল মুলহিম : ১/১।

এসকল হাদিসে হাদিস সংকলনের নির্দেশ কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য ছিল না; বরং সকল সাহাবিদের জন্য তা ছিল ব্যাপক নির্দেশ।

এ-আদেশের ফলাফল

সাহাবিদের ইলমি রুচি ও আবেগ এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ ও সাহস জোগানোর ফলাফল এই ছিল যে—সাহাবিদের একটি দল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ সময়মতো লিপিবদ্ধ করে নিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসা ছিলাম। তিনি যা বলছিলেন, আমরা সব লিখে রাখছিলাম।[১৩৩]

হাদিসের লিখিত সংকলন

কয়েকজন সাহাবির মাধ্যমে হাদিসের ছোটো-বড়ো কয়েকটি পাণ্ডুলিপি নবী-যুগেই সংকলিত হয়। কোনো-কোনোটা খুব বেশি সংক্ষিপ্ত হলেও কিছু ছিল বেশ দীর্ঘ কলেবরের। খইরুল কুরুনের পর যখন হাদিস সুবিন্যস্তরূপে সংকলিত হয় এবং হাদিসের গ্রন্থাবলির বিন্যাস অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে ঢেলে সাজানো হয়, তখন এ-রচনাসমগ্র সেসবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

১. রাফি ইবনু খাদিজ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِي.

মদিনা একটি হারাম (তথা সম্মানিত) অঞ্চল, যাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম ঘোষণা করেছেন; এ-ঘোষণা আমাদের কাছে খাওলানী চামড়ায় লিপিবদ্ধ আছে।

এ-হাদিসটি পরবর্তীতে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ তার *মুসনাদে* এবং ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তার *সহিহ মুসলিমে* সংকলন করেছেন।[১৩৪]

---

[১৩৩] সুনানুদ দারিমী : ২৯২।

[১৩৪] মুসনাদু আহমাদ : ১৭২৭২; সহিহ মুসলিম : ১৩৬১।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে লিখিত হাদিসসমূহ

আমরা সেসকল লিখিত হাদিসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পেশ করতে চাই, যেগুলো রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই গুরুত্বের সাথে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন এবং নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এমন অনেক পাণ্ডুলিপিরও আলোচনা আসবে, যেগুলোর ওপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সিলমোহর লাগিয়েছেন; সামনে সাক্ষী রেখে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। এ-ধরনের কিছু উদাহরণ 'সুরাকার ঘটনা' ও 'দস্তুরে মামলাকাত' তথা রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি এবং সরকারি পাণ্ডুলিপির অধীনে ইতপূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

সীরাত ও হাদিসের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোতে এই প্রকারের উদাহরণ দশ-বিশটি নয়, বরং শত-শত রয়েছে। সবগুলো একত্র করলে এ-বইয়ের কলেবর দীর্ঘ ও বৃহৎ আকার ধারণ করবে। তাই আপাতত কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি।

কিতাবুস সদাকাহ

হাদিসের প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য কিতাবসমূহে সাধারণত এ *'কিতাবুস সদাকাহ'*র বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ সংকলনটি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য শহরে তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানোর জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু তা পাঠানোর আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তারপর আবু বকর ও উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা নিজ নিজ খিলাফাতকালে আজীবন এর ওপর আমল করেন। এতে গবাদিপশুর বিস্তারিত যাকাতের নেসাব, তাদের বয়স ও সংশ্লিষ্ট মাসায়িলের বিশদ বিবরণ ছিল।

সুনানু আবি দাউদ ও *তিরমিযীতে* আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে—

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ " فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ....الخ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত হিসেবে যে-পত্র লিখেছেন তা কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ফলে তা তাঁর তরবারির